

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১

মৌখিক সাক্ষ্য

Bangladesh Liberation War 1971

Oral Evidence

দিনাজপুর DINAJPUR

তৃতীয় খণ্ড VOL. III

মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র

**Centre for Research on
Liberation War of Bangladesh**

Dhaka Bangladesh

January 6, 2004

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১

মৌখিক সাক্ষ্য

Bangladesh Liberation War 1971

Oral Evidence

দিনাজপুর DINAJPUR

তৃতীয় খন্ড VOL. III

সম্পাদনা

সুকুমার বিশ্বাস

প্রধান সম্পাদক

Edited

Sukumar Biswas

Chief Editor

মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র

**Centre for Research on
Liberation War of Bangladesh**

Dhaka Bangladesh

Introduction

In 1996 and 1997, Muktijuddha Gabeshana Kendra, the research wing of privately endowed Muktijuddha Gabeshana Trust, undertook a oral history project to collect evidences from common people in thirteen districts of Bangladesh. The people who were selected for interviews had local reputation of being reliable eye-witness of, and actual participants in the liberation war. As sixteen field investigators, engaged by us, interviewed them in remote areas of the country, a good percentage of them provided new data, information about little known events, newer dimensions to well known cycle of repression, conflict and death, and clue to understand the psyche of a society in ferment.

More than 2,500 people were interviewed. Their oral evidences ran up to 1,100 hours on audio tapes. If all the oral records are transcribed, and then verified, cross-checked, and substantive parts selected, which is normally done in the process of editing, this can produce about 22,000 A4 pages. But no sooner the recording of evidences was complete, and equally arduous work of transcribing and editing began, the initial project fund, generously given by the Ford Foundation, was exhausted.

With limited resources of our own, we carried on the job but at a reduced scale. In last five years, we transcribed, edited and compiled nine volumes of the oral evidences, each containing about 250 pages. The compiled volumes covered two areas, Kasba and Barisal, which are only 10 percent of the entire oral evidences. The compiled volumes have been kept at our library for researchers and interested readers. Two books were published with selected pieces from Kasba and Barisal volumes.

Our modest efforts took a promising turn late last year, when a Japanese scholar, Professor Hiroshi Sato, while visiting Dhaka, took a view of what we had been doing. He took initiative, which eventually has resulted in linking up our project with the Centre for Documentation and Area-Transcultural Studies (C-DATS) at the Tokyo University for Foreign Studies (TUFS). TUFS enjoyed the reputation of having the biggest collection of historical materials in Asian and African languages within Japan, and through founding of C-DATS, in 2002, a new interactive historical materials center is being structured to take the area and cultural studies to effectively meet the needs of the new century. We came to know that C-DATS “will particularly tackle domains traditionally left out of the range of research targets in historical materials and official histories, namely the oral history of ordinary people and peripheral groups as well as the material and symbolic representations of Afro-Asian Cultures”. C-DATS has kindly agreed to extend financial assistance to ensure compilation of twelve volumes of oral evidences over next three years. And we feel, perhaps, through exchange of views we would be able to improve the methodology to be followed in writing grassroots history of liberation war.

But why grassroots history? The history of the struggle of common people, as a special field of study, began with the history of mass movements in the 18th century, particularly after the French Revolution. After the great revolution, French tradition of historiography took a decisive turn towards history not of the French ruling class, but of the French people, which established most of the themes and even the methods of grassroots history.

It really began to flourish in other countries after the second world war. With the development of recording technology - from mid-fifties - the oral method took a central place to study the history of common man, especially growth of movement of less privileged classes.

The historiography in Bangladesh could take a lesson from late 18th century France, as the liberation war wiped off the nascent ruling class of its previous political identity. Happily one can discern some tendency towards grassroots history in the making from various write-ups. But the dominant tendency is glorification of leadership cults, with occasional reference to people. As most of the official documents of the Bangladesh exile government were not preserved in any archive due to strange lack of interest, the consequent vacuum allowed glorification of leadership cults, which still have practical political use. History, to the new ruling class in Bangladesh, is primarily a tool for management of political myths. With progressive declassification of archive materials by various governments, who tilted one way or the other over Bangladesh issue in 1971, myth management, it seems, would soon be an untenable game. The prime mover which shaped the destiny of this nation was people at the grassroots. The historians would have to take serious note of what they did.

In compiling this volume, we noticed that a number of important participants at the grassroots were not approached for interviews during 1996-97. As their evidences could contribute towards greater understanding of the event, we include these in this third and final volume on Dinajpur.

Muyeedul Hasan

December 30, 2003

Member Director
Muktijuddha Gabeshana Trust

দিনাজপুর তৃতীয় খন্ড প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ : দিনাজপুর, তৃতীয় খন্ডে মোট ৪০ জন সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৮ জনের সাক্ষাৎকার ২০০৩ সালে গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান খন্ডে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষদের মধ্যে আছেন-- রাজনীতিক ২ জন, আইনজীবী ১ জন, ব্যবসায়ী ৫ জন, শিক্ষক ২ জন, ছাত্র ১৬ জন, কৃষিজীবী ৫ জন, চাকুরিজীবী ১ জন, দলিল লেখক ১ জন, রিকশা চালক ১ জন, বেকার ৪ জন এবং মহিলা ২ জন। মহিলা ২ জনই গৃহবধু। বর্তমান খন্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৮।

সুকুমার বিশ্বাস

প্রধান সম্পাদক

মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ট্রাস্ট

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং সমাজসেবীদের নিয়ে ১৯৮৯ সালে গঠিত হয় 'মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ট্রাস্ট'।

ট্রাস্টিগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা, লালন ও বিকাশে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র'। প্রতিষ্ঠার পর থেকে গবেষণা কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, নিয়মিত সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজন এবং গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে।

ট্রাস্টিগণ

প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ

প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ

প্রফেসর রেহমান সোবহান

এয়ার ভাইস মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) এ. কে. খন্দকার

মঈদুল হাসান

শামসুন নাহার রহমান

মাহবুবুল গণি

সভাপতি

সদস্য

সদস্য

সদস্য

সদস্য পরিচালক

সদস্য সচিব

সদস্য

সূচি

পৃষ্ঠা

মোহাম্মদ আবদুর রহিম	১
উইং কমান্ডার (অব:) এস. আর. মীর্জা (সাইফুর রহমান মীর্জা)	২৪
মোজাম্মেল হক	৪৯
ভারাবান বেওয়া	৫২
হোসনা বেওয়া	৫৪
আবদুল কুদ্দুস মুন্সি	৫৬
আবদুল হামিদ	৫৯
মীর্জা তসমিম-উল ইসলাম বাবলু	৬২
মোঃ আবদুল মালেক	৮২
মমতাজ আলী	৮৫
মোঃ নূরুল ইসলাম	৯১
আমজাদ হোসেন	৯৩
লোকমান হোসেন মন্ডল	৯৫
শ্রী খগেশ্বর রায়	৯৭
কছিমুদ্দীন	৯৯
মোঃ নজরুল ইসলাম	১০২
আবদুল জালিল মন্ডল	১০৪
শচীন চন্দ্র রায়	১০৮
হরিপদ রায় সরকার	১১০
মোঃ আবুল কাসেম আহমদ	১১২
মোঃ জালাল উদ্দীন	১১৬
শহীদুর রহমান শহীদ	১১৯
আবদুর রহমান	১২৪
মোঃ জামিল	১২৬
আবদুস সামাদ	১২৯
ফজর আলী	১৩২
মোঃ আবদুর রশীদ	১৩৫
মেজর জেনারেল (অব:) আবু লায়েস মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	১৩৯
মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর	১৭০
মোঃ মোস্তফা	১৮৯
মিজানুর রহমান	১৯২
মোঃ আতিয়ার রহমান	১৯৬
মোঃ চান আলী	১৯৯
সত্যেন্দ্র নাথ রায়	২০২
মোঃ আফাজ উদ্দীন	২০৪
মোঃ রহিম উদ্দীন	২০৭
মোঃ আজিজুর রহমান	২১২
বলরাম গুহঠাকুরতা	২১৫
মোসাবেবর হোসেন	২৩৬
বিভূষণ সরকার	২৪৮